২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/ উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

১। **প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাফল্য ও অগ্রগতি সম্পর্কিত ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের** সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধন করা হয় এবং নতুন সাংগঠনিক কাঠামোতে ১ম শ্রেণির ১৫ (পনের)টি, ২য় শ্রেণির ১৭ (সতের)টি, ৩য় শ্রেণির ৭ (সাত)টি এবং ৪র্থ শ্রেণির ১৯ (উনিশ)টিসহ সর্বমোট ৫৮ (আটান্ন)টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়। বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর-এর জন্য ০৬ ক্যাটাগরির ০৮টি পদ সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়। **মোট ১২ (বার)টি পদে পদোন্নতি ও ৭ (সাত)টি শূন্য পদে নতুন নিয়োগ দেয়া হয়। ওয়েবসাইট নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয়।**

২। **প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের ইন-হাউজ ট্রেনিং যেমন**- Online Office Management, A2i **বিষয়ক প্রশিক্ষণ**, **পিপিএ/পিপিআর বিষয়ক প্রশিক্ষণ**, **ই-ফাইলিং**, **ইনোভেশন**, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে **এ মন্ত্রণালয়ের ২০ (বিশ) জন কর্মচারী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ এ অংশগ্রহণ করেন।** জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের ২ (দুই) জন কর্মচারীকে এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গুপ্তসংকেত পরিদপ্তরের পরিচালককে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

৩। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের অংশ হিসাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সেনানিবাসে ১৩টি বিভিন্ন কোরের ইউনিট/ সংস্থা গঠন করা হয়; সেনাবাহিনীতে চিকিৎসসেবা উন্নয়নকল্পে ১৮ টি সিএমএইচকে পুনর্গঠন করা হয়। সিএমএইচ-এ Cardiac Cath Lab স্থাপনসহ আধুনিক মানের Digital Angiography System, চক্ষু বিভাগের জন্য আধুনিক মানের Vitrectomy Unit, শল্য চিকিৎসার জন্য Operating Microscope ক্রয়সহ ক্যান্সার সেন্টার স্থাপন করা হয়। এছাড়াও উন্নত চিকিৎসাসেবা সর্বস্তরে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সিএমএইচ রংপুর, ঘাটাইল এবং চট্টগ্রাম এর জন্য আধুনিক মানের ০৩ (তিন) টি CT Scan Machine ক্রয় করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা সিএমএইচ-এ ক্যান্সার সেন্টারসহ সেনাবাহিনীর ছোট বড় ২৭টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।

৪। শহীদ সালাহ উদ্দিন সেনানিবাস থেকে সাভার সেনানিবাসে স্থানান্তরিত সিএমপি স্কুল এবং সেন্টার গত ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়।

৫। দেশের ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পুর্নবাসন করার লক্ষ্যে সরকারি খাস জমিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে ৫০টি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে (প্রতিটি ব্যারাক ৫টি অথবা ১০টি ভূমিহীন পরিবারকে পুর্নবাসনের জন্য প্রস্তুত করা হয়ে থাকে)। এছাড়াও, কক্সবাজার সদর উপজেলায় খুরশকুল আশ্রয়ণ প্রকল্পের ২০টি বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

৬। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে জাতিগত দাঙ্গা নিরসন, শান্তি প্রতিষ্ঠা, গরীব ও দুঃস্থ লোকদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা, ঔষধ সরবরাহ, রাস্তাঘাট এর উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি

উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হয়। গত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৫,৫২৭ জন শান্তিরক্ষী ০৭টি মিশনে কর্মরত থেকে মিশন সম্পন্ন করেন এবং বর্তমানে ৫,৫০১ জন শান্তিরক্ষী জাতিসংঘ মিশনে নিয়োজিত আছেন।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

৭। গত আগষ্ট ২০১৭ 'ইন এইড টু দি সিভিল পাওয়ার' এর আওতায় রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় এবং জুন ২০১৮ সালে মৌলভীবাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের উদ্ধার ও ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়াও, মায়ানমার থেকে আগত মায়ানমার নাগরিকদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ, চিকিৎসা সেবা, পানি বিতরণ ও অন্যান্য কার্যক্রম সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

৮। গত ৮ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ০২টি লার্জ প্যাট্রোল ক্রাফট (বানৌজা দুর্গম ও বানৌজা নিশান) এবং ০২টি সাবমেরিন হ্যান্ডলিং টাগ (বানৌটা হালদা ও বানৌটা পশুর) কমিশনিং করা হয়।

৯। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অবকাঠামোগত উন্নয়নে ঢাকা নৌ অঞ্চলে (খিলক্ষেত) একটি নতুন ঘাঁটি 'বানৌজা শেখ মুজিব' নির্মাণ করা হয়। গত ০৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘাঁটিটির কমিশনিং করা হয়।

১০। গত ২১ মার্চ ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ সুবিধা সংবলিত 'বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স' এর উদ্বোধন করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে "বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স' এর উদ্বোধন

১১। বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে ১০৬ জন সামরিক অফিসার এবং ক্যাডেট নিয়োগ দেয়া হয়। এছাড়া ১৫৭৭ জন নাবিক এবং ২২৯ জন বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

১২। ০২টি ল্যান্ডিং ক্রাফট ট্যাংক (এলসিটি) ও কমপ্লোট (ওয়েস্ট) এর জন্য ১৬১ জনবল ও ১২টি যানবাহন সংবলিত নতুন সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। ০১ জন ক্যাপ্টেনের পদবী কমডোর এবং ০১ জন কমডোরের পদবী রিয়ার এডমিরাল পদবীতে উন্নীত করা হয়।

১৩। নৌবাহিনী কর্তৃক এন্টি স্মাগলিং অপারেশন এবং ইলিশ রক্ষা ও জাটকা অভিযানে প্রচুর জাটকা, জাল ও ডিজেল জব্দ করা হয়। ধৃত ০৬টি বোট, ০৬ জন চোরাকারবারী এবং ১৫ জন ডাকাত/জলদস্যুকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

১৪। কুয়েত ও কাতার প্রকল্পে নিয়োজিত অফিসার এবং নাবিকদের বৈদেশিক আয়ের ১০% সরকারি পাওনা বাবদ টাকা ২,৬৯,১৭,৯১০.১০ সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত নৌসদস্যবৃন্দ কর্তৃক টাকা ১২২,২৬,৭৯,৪৮০.১১ আয় করা হয় যা বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রায় রিজার্ভ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

১৫। ১৮৮ জন অফিসার, ১২৬ জন নাবিক এবং ১৯ জন বেসামরিক সদস্য বিশ্বের বিভিন্ন বন্ধু প্রতিম দেশে পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন বন্ধু প্রতিম দেশ থেকে উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ৫৩ জন অফিসার এবং ৩১ জন নাবিক বাংলাদেশে আগমন করেন।

১৬। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বর্তমানে ১১০ জনবলসহ একটি নৌ যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন রয়েছে। এছাড়া United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) মিশনে ২০০ জনবল ও চৌদ্দটি হাইস্পীড বোটসহ সর্বমোট ৩৪২ জন নৌসদস্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত রয়েছেন।

১৭। গত ২৬ - ২৯ নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রথমবারের মতো বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহের সমন্বয়ে কক্সবাজারে IONS Multilateral Maritime Search and Rescue Exercise (IMMSAREX) 2117 আয়োজন করে। এছাড়া ১৪-৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত এক্সারসাইজ সেফ গার্ড ২০১৭, ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে MRCC Dhaka, BCG এবং MRCC Chennai এর মধ্যে Search & Rescue Communication Exercise (SARCOM Exercise)-2018, ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ০১ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত Exercise STONE FISH-2018 এবং ২০-২২ মে ২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর সমন্বয়ে যৌথ মহড়া Exercise EAGLE SHARK-2018 এর CPX চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ নৌবাহিনী আয়োজিত IMMSAREX-2017 **এর উদ্বোধন**

১৮। বানৌজা বঙ্গবন্ধু, বানৌজা সমুদ্র জয়, বানৌজা সমুদ্র অভিযান এবং বানৌজা ধলেশ্বরী ভারত, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড এবং কাতারে শুভেচ্ছা সফর, ট্রেনিং ও এক্সারসাইজে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া ভারতীয় নৌবাহিনীর ০৫টি, ইরান নৌবাহিনীর ০২টি এবং ইতালী ও রাশিয়ান নৌবাহিনীর ০১টি করে জাহাজ শুভেচ্ছা সফরে বাংলাদেশে আগমন করে।

১৯। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে Royal Air Force (যুক্তরাজ্য) কর্তৃক ব্যবহৃত MoD, UK থেকে ০২টি C-130J MK5 বিমান ক্রয়ের লক্ষ্যে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে গত ১০ মে ২০১৮ তারিখে এবং CATIC, China থেকে ৭টি K-8 Jet Trainer বিমান ক্রয়ের লক্ষ্যে চীন এর সঙ্গে গত ২০ জুন ২০১৮ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিপত্রটি বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০। নৌবাহিনীর আবাসন এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত সমস্যা নিরসনকল্পে ২২টি হাইরাইজ ভবন নির্মাণ করা হয়। গত ০৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভবনগুলো উদ্বোধন করা হয়।

২১। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ৪ টি ইউনিটের মোট ৬৭২ জনবল সংবলিত সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করা হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদ উন্নীত করা হয়।

২২। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে বিমান বাহিনী থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ১০০ জন বিমান বাহিনীর সদস্যকে গত ২২ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ নিয়োগ করা হয়। ফলে তাঁদের পেশাদারিত্বের ফলে বিমানবন্দরের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং যাত্রীদের মধ্যে সন্তুষ্টি ফিরে এসেছে।

২৩। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর মোট ৫২ জন কর্মকর্তা, ৮০ জন বিমানসেনা ও ০৩ জন বেসমারিক কর্মচারীকে দেশের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করা হয় এবং ১১৫ জন কর্মকর্তা ও ৪৮ জন বিমানসেনা বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। বিমান বাহিনীর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ০১টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে ০৫ জন ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

২৪। ১৯৯০ জন বিমানসেনা ও ৮৫ জন এমওডিসি (এয়ার)-কে পদোন্নতি এবং ৬২৪ টি বিমানসেনা ও ৬৫ টি এমওডিসি (এয়ার) এর শূন্য পদে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়।

২৫। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল আবহাওয়া ও ভূকম্পন পর্যবেক্ষণাগারে রেকর্ডকৃত উপাত্তসমূহ দৈনন্দিন ভিত্তিতে নিরীক্ষা, প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। সংরক্ষিত আবহাওয়া ও ভূকম্পন উপাত্ত চাহিদা মোতাবেক উপাত্ত ব্যবহারকারীদের নিকট সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি ট্রেজারী চালান/অনলাইন পেমেন্ট এর মাধ্যমে গ্রহণপূর্বক সরবরাহ করা হয়েছে।

২৬। International Fund for Agriculture Development এর অর্থায়নে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের পাঁচটি জেলার (সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া) হাওড় অঞ্চলে কৃষি এবং কৃষকদের জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে "Haor Infrastructure and livelihood Improvement" Project (HILIP) এর মাধ্যমে Institute of Water Modeling (IWM) কর্তৃক একটি সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২৭। সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের ৮ম পর্বের জন্য প্রস্তাবিত Automated Dissemination System of Current Weather Condition প্রকল্পটি ২৫ জুন ২০১৬ তারিখে কারিগরি বিশেষজ্ঞ প্যানেল কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উল্লিখিত প্রকল্পের আওতায় Meteorological Data Decoding & Archive, Reporting & Analyzing, Current Weather Tab in Website, Mobile APP for android user & SMS Getway for push notification এর কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। বর্তমানে Mobile App টি সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য BMD Current Weather নামে Google Play Store এ রক্ষিত আছে।

২৮। জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক ১:৫০,০০০ স্কেলের ৭৫টি ম্যাপ শীটের মাঠ জরিপ কাজ সম্পন্ন, ১:৫,০০০ স্কেলের ২৭ টি ম্যাপ শীটের মাঠ জরিপ কাজ সম্পন্ন এবং জেলা ম্যাপ ৬৪টির মধ্যে ৫৯টির চূড়ান্ত মুদ্রণ সম্পন্ন হয়। টেকেরহাট থেকে বাগেরহাট (ভায়া কোটালীপাড়া, টুঙ্গীপাড়া, চিতলমারী, নাজিরপুর ও পিরোজপুর) জেলায় ৫৫২ কিঃ মিঃ এবং টাইডাল স্টেশন থেকে টাইডাল স্টেশন (ভায়া কর্ণফুলি, পটিয়া, সাতকানিয়া, বাঁশখালী ও আনোয়ারা) পর্যন্ত ৩০০ কিঃ মিঃ সেকেন্ড অর্ডার লেভেলিং কাজ সম্পাদন পূর্বক ৩৭টি নতুন বেঞ্চমার্কের গড় সুমদ্র পৃষ্ঠ হতে উচ্চতা নির্ণয় করা হয়।

২৯। ময়মনসিংহ জেলায় মুক্তাগাছা থেকে ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ সদর, সুতিয়াকালী, গফরগাঁও হয়ে গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার টোক পর্যন্ত ১৫ টি সার্ভে পিলারের স্থান নির্বাচন (রেকী) ও নতুন সার্ভে পিলার নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়।

৩০। ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সশস্ত্রবাহিনীসহ প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান যেমন: প্রাতিষ্ঠানিক উদ্বোধন, কমিশনিং কার্যক্রম, কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান, সৌজন্য স্বাক্ষাৎ ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের গণমাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা।

৩১। ডিজিডিপি'তে ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় টেন্ডার ওপেনিং রুম, অফিস কক্ষ, কনফারেন্স রুম এবং ইডিপি এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি ৪ তলা ভবন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

৩২। ক্যাডেট কলেজসমূহের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য সকল ক্যাডেট কলেজে সিসি ক্যামেরা স্থাপন, বিভিন্ন ক্যাডেট কলেজের কম্পিউটার ল্যাবঃ, ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবঃ ও লাইব্রেরী এর আধুনিকায়ন, ক্যাডেট হাউস নির্মাণ (আবাসিক ভবন), ক্লাস রুম প্রজেক্টর স্থাপন, কলেজ বাউন্ডারি ওয়াল সংস্কার ও কাঁটা তার স্থাপন, রাস্তা, ড্রেন নির্মাণ করা হয়। ক্যাডেট কলেজসমূহের লাইব্রেরির জন্য নতুন বই ক্রয় ও প্রয়োজনানুযায়ী যানবাহন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়।

৩৩। রাষ্ট্রীয় গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থা সমুন্নত রাখার জন্য গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ৩০৩ কপি, বিমানবাহিনীকে ৪১ কপি, নৌবাহিনীকে ৭৪৫ কপি, বিজিবিকে ৯১ কপি এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ১০২ কপি দলিল উৎপাদন করে সরবরাহ করা হয়।